সংবাদ

তারিখ ... 8 APR 2013 পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ...

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অনার্সে ভর্তি ফরমের ৩ কোটি টাকা হরিলুট

- ৯২ শিক্ষকের মধ্যে ভাগাভাগি
- কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছে

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্রের ফরম বিক্রির পৌনে ৩ কোটি টাকা হরিলুট করা হয়েছে। সব টাকাই ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২ জন শিক্ষক।

তবে ওই টাকা থেকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বঞ্চিত করায় এবার আন্দোলনে নেমেছে তারা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে চলতি ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথমবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে ৭৫ হাজার ৮০২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আবেদন করে ফরম পূরণ করে। ৬টি অনুষদে ২ কোটি ৭৪ লাখ ৬৬ হাজার ৯৪৫ টাকার আবেদনপত্রের ফরম বিক্রি অনার্সে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

অনার্সে : ভর্তি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হয়। এর মধ্যে এ ইউনিটে ১৫ হাজার ৭৬২টি ফরম বিক্রি হয়। যার প্রতিটি ফরমের মূল্য ছিল ৩৩০ টাকা, বি-ইউনিটে ফরম বিক্রি হয়েছে ১৮ হাজার ৩৫৩টি। যার প্রতিটি ফরমের মূল্য ছিল ৪৪০ টাকা, সি ইউনিটে ফরম বিক্রি হয়েছে ১৬ হাজার ১৯০টি। প্রতিটি ফরমের মূল্য ছিল ৩৮৫ টাকা, ডি ইউনিটে ফরম বিক্রি হয়েছে ৮ হাজার ৫৯৪টি। প্রতিটি ফরমের মূল্য ছিল ৩৮৫ টাকা, ই ইউনিটে ফরম বিক্রি হয়েছে ৮ হাজার ৪৭৩টি যার প্রতিটি ফরমের মূল্য ছিল ২৭৫ টাকা এবং এফ ইউনিটে ফরম বিক্রি হয়েছে ৮ হাজার ৪৩০টি। ফরমের মূল্য ছিল ২৭৫ টাকা। গত বছরের ৬ থেকে ৮ নভেম্বর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই ভর্তি ফরমের টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে চলে গোপন আলোচনা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বাদ সাধে। তারা জানিয়ে দেয় ফরম বিক্রির শতকরা ৪০ ভাগ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিতে হবে। কিন্তু শিক্ষকরা মঞ্জুরি কমিশনের সিদ্ধান্ত অমান্য করে পুরো পৌনে ৩ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২ জন শিক্ষকের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়। তবে সব শিক্ষক একই পরিমাণ অর্থ ভাগ না পাওয়ায় তাদের মাঝেও দেখা দিয়েছে চরম ক্ষোভ। এ ক্ষেত্রে আবার স্বজনপ্রীতি করা হয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান। তারা জানান অনুষদের ডিন ও সিনিয়র শিক্ষকরা সর্বোচ্চ ১ লাখ ৯৬ হাজার টাকা পেয়েছেন। আর সর্বনিম্ন পেয়েছেন জুনিয়র শিক্ষকরা ৫৯ হাজার টাকা। কিন্তু শিক্ষকরা পুরো টাকা ভাগবাটোয়ারা করে নিলেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন অর্থ প্রদান না করে এভাবে পুরো টাকা উত্তোলন করে ভাগ করে নেয়ার ঘটনা অনৈতিক বলে মনে করেন খোদ শিক্ষকসহ কর্মকর্তা কর্মচারীরা।

সূত্র জানিয়েছে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া সংক্রান্ত যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল সেই বিলের অর্থ ফরম বিক্রির টাকা থেকে প্রদান না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করা হয়েছে। এটাও সম্পূর্ণ বেআইনি বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান মঞ্জুরি কমিশন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে সেখানে উল্লেখ করা হয় ফরম বিক্রির টাকা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা অর্থের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। ফলে বিধি অনুযায়ী ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা না করায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ঘাটতি দেখা দেবে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজসহ রুটিন কাজে অর্থ সংকট দেখা দেবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফরম বিক্রির পৌনে ৩ কোটি টাকা থেকে ১ টাকাও প্রদান না করায় শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এ ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন। এরই মধ্যে তারা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে এর বিচার চেয়েছেন। অন্যথায় তারা আন্দোলনে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে কয়েকজন কর্মকর্তা সংবাদকে জানান শিক্ষকরা চরম অনৈতিক কাজ করেছেন কারণ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করার জন্য যে খরচ হয় তাও তারা আলাদাভাবে আগেই উত্তোলন করে নেন। এখন আর খাতা দেখতেও হয় না। খাতা দেখা হয় আধুনিক প্রযুক্তিতে। তারা শুধু পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মতো কর্মকর্তা কর্মচারীরাও দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু তাদের কোন টাকা দেয়া হবে না এটা মেনে নেয়া যায় না বলে জানান কয়েকজন কর্মকর্তা। সার্বিক বিষয়ে জানার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একাধিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।